দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 14 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭ ......

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমন ডিগবাজির রহস্য কোথায়?

কালো তালিকাভুক্ত একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের দরপত্র অনুমোদন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমন ডিগবাজির রহস্যটি কোথায়? একটি হিন্দুস্থানী কোম্পানীকে প্রথমে কালো তালিকাভুক্ত করে সেই প্রতিষ্ঠানকেই টেক্সট বুক বোর্ডের বই ছাপানোর জন্য ১০ কোটি টাকা মূল্যের কাগজ আমদানীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। একটি কালো তালিকাভুক্ত কোম্পানীকে সাদা কাগজ আমদানীর অনুমোদন দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ কেমন তোঘলকী কারবার শুরু করেছে— এমন প্রশ্ন খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়েই গুমরে ফিরে ঘুরছে। অভিযোগ রয়েছে যে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কাগজ আমদানীর জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করে। উক্ত দরপত্রে ভারতীয় কোম্পানী মেসার্স হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশন লিঃকে কাজ দেয়া হয়। কিন্তু তাদের দরপত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে বিড সিকিউরিটির ৬-এর পাতায় দেখুন

কালো তালিকাভুক্ত একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের দরপত্র অনুমোদন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মেয়াদ দরপত্রের চাহিদা মোতাবেক ৫ দিন কম থাকায় টেন্ডার কমিটির অধিকাংশ সদস্য হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশনের দরপত্রটিকে নন-রিসপনসিভ হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেন। ফলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের একটি পর্যালোচনা কমিটি এজন্য পুনরায় দরপত্র আহবানের সুপারিশ করে। কিন্তু এই সুপারিশ উপেক্ষা করে হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশনকেই কাগজ আমদানির কাজটি দেয়া হয়।

হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশন কাগজ সরবরাহ করতে গিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের সাথে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ৫৭ লাখ ১৫ হাজার ১শ' ৬৪ টাকা মূল্যের কাগজ কম সরবরাহ করে। জালিয়াতির এই বিষয়টি ধরা পড়লে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ৩-৩-৯৮ ইং তারিখে প্রাগবি/উন্নয়ন-১-৪-৭ (খণ্ড-৩)/৯৬/৯২৩. নং অফিস স্মারকে আদেশ জারি করা হয় যে, ঘাটতি কাগজের মূল্য বাবদ ৫৭,১৫,১৬৪.৫২ টাকা সরবরাহকারী ঠিকাদারের জমাকৃত পারফরমেন্স গ্যারান্টি (পিজি) থেকে আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে এবং শর্তভঙ্গকারী ঠিকাদার (হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশন স্থানীয় এজেন্ট রাসেল কোম্পানী লিঃ) কাগজ আমদানির আর কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশনের পারফরমেন্স গ্যারান্টি বন্ড থেকে ঐ অর্থ কেটেও রাখা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটি এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতের মামলা দায়ের করে এবং দরপত্রের বিধিবহির্ভূত হওয়ায় মাননীয় আদালতে মামলাটি খারিজ করে দেয়। হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশন লিঃ পরবর্তীতে আরবিট্রেশনের মাধ্যমে ফয়সালা করার প্রস্তাব দেয়ায় এখন বিষয়টি আরবিট্রেশনের আইনগত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কিন্তু কালোতালিকাভুক্ত থাকা অবস্থায় এবং বিষয়টি আরবিট্রেশনের প্রক্রিয়াধীন অবস্থাতেই হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশন এডিবি'র অর্থায়নে যে ১০ কোটি টাকার সাদা কাগজ আমদানির টেন্ডার আহবান করা হয়। তাতে রাসেল এন্ড কোং-এর নামে টেন্ডার দাখিল করে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত ৮-১১-৯৮ তারিখের এক চিঠিতে (যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিবকে লেখা) উল্লেখ করেন যে, "বিষয়টি এনসিটিবি'র সাথে মেসার্স হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশন লিঃ আইনানুগ প্রক্রিয়ায় আছে। কাজেই মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ও আইনানুগ প্রক্রিয়ার কারণে এনসিটিবি'র (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড)। পক্ষে মেসার্স হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশন লিঃ-এর দরপত্র বিবেচনা করার সুযোগ নেই।" এডিবি'র অর্থায়নে কাগজ আমদানির টেন্ডারে যা ১৬-৮-৯৮ ইং তারিখে খোলা হয়। তাতে রাসেল এন্ড কোং নামে হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশনের দাখিল করা টেন্ডারটি তার কালোতালিকাভুক্তির কারণে গ্রহণ করা হয়নি। যে ছয়টি কোম্পানী রিসপনসিভ হিসেবে গৃহীত হয় সেগুলোরই একটিকে (কেএন্ড ট্রেড ইন্টারন্যাশনালকে নিম্নতম দরের ভিত্তিতে বাছাই করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট তা অনুমোদনের জন্য কমিটিগুলোও সুপারিশ করা হয়। কিন্তু রহস্যজনকভাবে মন্ত্রণালয় সকল সুপারিশ ও মতামত উপেক্ষা করে এবং রিসপনসিভ নন-রিসপনসিভ সকল দরপত্রের ভ্যালিডিটির মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়ে কালোতালিকাভুক্ত ভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশনের অবৈধ উপায়ে দাখিল করা দরপত্রটিই অনুমোদন করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যা পুরোপুরি আইনবর্হিভূত। এভাবে কালোতালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদনদানের মাধ্যমে সরকারের ভাবমূর্তি একদিকে যেমন ক্ষুণ্ন করেছে, অন্যদিকে বিদেশে দেশের সুনামও ব্যাহত করেছে। এমন ধারা অব্যাহত থাকলে কোন আন্তর্জাতিক টেন্ডারে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

এছাড়া, হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশনের যে জালিয়াতির কারণে, তাদের কালোতালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের যে জামানতে টাকা কেটে রাখা হয়েছে, সে কারণে যে আরবিট্রেশন চলছে তাও মন্ত্রণালয়ের বিপক্ষে যেতে পারে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এমন ডিগবাজি নীতিগ্রহণের রহস্য কোথায় নিহিত তা চিহ্নিত করার জন্য উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত করা প্রয়োজন। টেন্ডারটি বহু টাকা মূল্যের না হলেও এতে সরকার এবং দেশের মান-সম্মান জড়িত। এজন্য বিষয়টির প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।